দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 13 2002

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বামফ্রন্ট সরকার মাদ্রাসা বিরোধী নয়ঃ বুদ্ধদেব

কলকাতা থেকে হাসান আহমদ ॥ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গত সোমবার মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর বহু প্রত্যাশিত ভাষণে বলেছেন, তার সরকার মাদ্রাসা বিরোধী নয় এবং মাদ্রাসা সম্পর্কে বামফ্রন্টের বিগত ২৫ বছরের নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। সম্প্রতি কলকাতার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রে পুলিশের ওপর হামলার পর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে সব মন্তব্য করেন তাতে বিভ্রান্তি তৈরি হয় বলে বামফ্রন্টের নেতারা এবং পরে খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তার সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি ভাষণে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্তের উভয়দিকে যে সমস্ত মাদ্রাসা তৈরি হচ্ছে সেগুলির বেশ কিছু ভারত-বিরোধী তৎপরতার ঘাঁটি এবং আই.এস. আইয়ের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বামফ্রন্ট সরকার মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষকদের বেতন এবং অনুদান দেওয়ার জন্য প্রতি বৎসর ১২৪ কোটি টাকা খরচ করেছে। শাসক দল সিপিএম প্রভাবিত বলে পরিচিত মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির এই সম্মেলনকে এবার যে সরকার বেশ গুরুত্ব দিয়েছে তা বোঝা যায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সরকারের আরও চার মন্ত্রীর উপস্থিতিতে থেকে। এঁরা হলেন, শ্রমমন্ত্রী মুহাম্মদ আমীন, সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী মুহম্মদ সেলিম, প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী আনিসুর

(১৩শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বামফ্রন্ট সরকার মাদ্রাসা

(৩য় পৃঃ পর)

রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইভা দে। এছাড়া হাজির ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন, তার কিছু বক্তব্যের ফলে খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও কিছু মাদ্রাসাকে সরকারী অনুমোদন দেবে। উল্লেখ্য, মাস ছয়েক আগে মাদ্রাসা মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন নতুন কোন মাদ্রাসাকে আর অনুমোদন দেওয়া হবে না। পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, এখন চাপে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী নতুন মাদ্রাসা অনুমোদন দেওয়ার কথা বলতে বাধ্য হলেন। মুখ্যমন্ত্রী খারেজী মাদ্রাসাগুলিতে আধুনিক শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেন আইন বা সংবিধান দেখিয়ে মাদ্রাসাগুলিতে হস্তক্ষেপ না করার নীতির উল্লেখ করে যারা আধুনিকতাকে এড়িয়ে চলতে চান তারা মুসলিম সমাজেরই ক্ষতি করছেন। বুদ্ধদেব বলেন, পশ্চিম বাংলার গ্রামগুলিতে মুসলমানদের অবস্থা ভালো। তবে, কলকাতাসহ শহরের মুসলমানদের সমস্যা রয়েছে অনেক। প্রতিনিধি বলতে শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রী বাস্তব অবস্থার বিপরীত কথা বলছেন। বুদ্ধবাবু স্বীকার করেন, জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানরা শিক্ষা, চাকুরী, আবাসন সব ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আফগানিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। মার্চ মাসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাম-মন্দির নির্মাণ শুরু করার ঘোষণা দিয়ে শান্তি বিঘ্নিত করতে চাইছে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী মাদ্রাসায় তার পূর্বকথিত আই.এস.আই ও দেশ-বিরোধী তৎপরতা এবং রাজ্যের মুসলিম এলাকাগুলিতে পুলিশী হয়রানি সম্পর্কে একটি বাক্য খরচ না করায় প্রতিনিধিরা হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, এর ফলে মাদ্রাসা সম্পর্কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ও প্রশাসনের বিভ্রান্তি রয়েই গেল।

মাদ্রাসায় আইএসআইয়ের তৎপরতা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের সাম্প্রতিক বক্তব্যের পর পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ মসজিদ ও মাদ্রাসায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়ন ও জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ নামে দু'টি মুসলিম সংগঠন 'মিথ্যা প্রচারণা' ও গোয়েন্দা হয়রানির প্রতিবাদে কলকাতায় সমাবেশ করে। এরপর বামফ্রন্টের এক বৈঠকে প্রবীণ নেতা জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবকে দুঃখ প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। তখনই বলা হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিয়ে 'বিভ্রান্তি' দূর করবেন। মুসলিমদের ক্ষোভ ফুঁসে ওঠায় সরকার তার আগেই মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও আলেমদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়। ৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত